

জেলার অন্যতম প্রথম সারির সংবাদ পাক্ষিক

বাঁকুড়া প্লাস

Govt. Of India Regd.No - WBBEN/26/A3312



প্রথম বর্ষ ❑ ০২ সংখ্যা ❑ ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ ❑ BANKURA PLUS ❑ VOL-01❑ ISSUE-02 ❑ 4th June 2026 ❑ Price ₹2



বাঁকুড়া প্লাস - এর প্রথম বর্ষ , প্রথম সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী কৃত্তিবাসানন্দ মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. সৌমেন রক্ষিত -সহ অন্যান্যরা। বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে তোলা ছবি।

টিকিটের চিন্তা শেষ! সরকারি বাসে সম্মানের 'ফ্রি রাইড' পাবেন মহিলারা

নিজস্ব সংবাদদাতা
বাঁকুড়া

বাসে ওঠার আগে বা উঠেই মহিলাদের মানিব্যাগ খুলতে হবে না, কন্ডাক্টরকে 'দিদি টিকিট'ও বলতে হবে না- বদলের রাজ্যে সোমবার থেকেই সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য চালু হল 'ফ্রী রাইড' ব্যবস্থা। এদিন দক্ষিণ বঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার বাঁকুড়া ডিপোতে এই প্রকল্পের সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত,



পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য, বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা, সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিক -সহ অন্যান্যরা।

এদিন সকাল থেকে দক্ষিণ বঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার ডিপোতে সাজো সাজো রব। বাসে ওঠার আগেই মহিলা যাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় গোলাপ। শঙ্খধ্বনিতে স্বাগত জানানো হয় তাঁদের। আর এই ঘটনায় কর্মরত মহিলা থেকে কলেজ পড়ুয়া ছাত্রী- সবার মুখেই স্বস্তির হাসি।

৩য় পাতায়...

বালির দর বেঁধে দিল প্রশাসন

বাঁকুড়া: বালির মূল্য নির্দিষ্ট করে দিল বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন। সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলা প্রশাসনিক



ভবনে বৈঠক করে এক ট্রাক্টর (১০০ ঘন ফুট) বালির দর ১২০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। তবে বালির দরের সাথে জুড়বে পরিবহণ খরচ। তবে সেক্ষেত্রেও যেমন খুশি দর যাতে চাপানো না হয়, সে ব্যাপারে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কৃষক পরিবারের সন্তান দিবাকর এবার মন্ত্রী!

নিজস্ব সংবাদদাতা
সোনামুখী

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই ওপারের বরিশাল ছেড়ে এপারে চলে আসতে হয়েছিল দাদু-ঠাকুমাকে। ঘুরতে ঘুরতে তাঁদের ঠাঁই হয়েছিল সোনামুখীর কুরুমপুর গ্রামে। পরে এখানেই জন্ম দিবাকর ঘরামীর। অভাব আর দারিদ্রকে সঙ্গী করেই বড় হওয়া। চাষাবাদই ছিল পরিবারের একমাত্র ভরসা।

২০২১ সালে সোনামুখী থেকে বিজেপির প্রতিকে প্রথমবার বিধায়ক নির্বাচিত হন দিবাকর। কিন্তু কুর্সি পেয়েও মাটির টান ভোলেননি। নিয়ম করে রোজ সকালে মাঠে গিয়ে নিজে হাতে



ফসলের পরিচর্যা করা তাঁর রুটিন। সদাহাস্য এই মানুষটির জনপ্রিয়তা এলাকায় তুঙ্গে। এবার সেই দিবাকর ঘরামীই ঠাঁই পেলেন রাজ্য মন্ত্রীসভায়। স্বাধীনতার পর সোনামুখী বিধানসভা কেন্দ্র থেকে এই প্রথম কেউ মন্ত্রী হলেন। খবর পেতেই উৎসবে মাতে গোটা কুরুমপুর। বাড়িতে ভিড়, চলে মিষ্টিমুখ।

খুশি সদ্য মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব পাওয়া দিবাকর ঘরামীর বাবা নারায়ণ ঘরামী, মা পুষ্প ঘরামীরা। তাঁদের কথায়, ছেলে একদম ছোটো থেকেই ভীষণ পরিশ্রমী।

৩য় পাতায়...



অন্নপূর্ণা যোজনা-র আবেদনের কাজের গতি খতিয়ে দেখতে বর্ধমান বিভাগের, বিভাগীয় কমিশনার অবনীন্দ্র সিং ও বাঁকুড়ার জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত। ইন্দপুরের ভেদুয়াশোলে ওই শীর্ষ আধিকারিকদের সাথে ছিলেন বিডিও (ইন্দপুর) প্রসেনজিৎ চৌধুরী।

মেয়েদের জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধেঃ সারভাইক্যাল ক্যান্সার প্রতিরোধক টিকা প্রদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। সম্প্রতি ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বড়জোড়ার বিধায়ক বিল্লেশ্বর সিনহা, বড়জোড়ার বিডিও কার্তিক চন্দ্র রায়, হাসপাতাল সুপার-সহ অন্যান্য চিকিৎসক ও আধিকারিকবৃন্দ।



তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।।
- গীতা, কর্মযোগ,১৯ নং শ্লোক
"অতএব তুমি অনাসক্ত হইয়া সর্বদা কর্তব্য (নিত্য) কর্মের অনুষ্ঠান করো। কামনা শূন্য হইয়া কর্ম করিলে মানুষ নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করে।

সম্পাদকীয়

বাঁকুড়ার রাজনৈতিক সচেতনতা ও জনপ্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতা: এক নতুন প্রত্যাশা

বাঁকুড়া, পুরুলিয়া বা ঝাড়গ্রাম-এই জেলাগুলোকে সামগ্রিক বঙ্গ রাজনীতির চশমায় দেখলে হয়তো মস্ত বড় ভুল হবে। তথাকথিত 'উন্নয়ন' বা শহরের চাকচিক্যের মাপকাঠিতে এই জেলাগুলোকে বিচার করা চলে না। এখানকার মাটির গন্ধ, মানুষের সরলতা এবং বেঁচে থাকার লড়াই সম্পূর্ণ আলাদা। সরকারি নথি অনুযায়ী, বাঁকুড়া জেলার ৪০ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ পরিবারই বিপিএল বা জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা যোজনার (NFSA) আওতাভুক্ত। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যা ৬০ শতাংশের বেশি। তবুও, অভাবের আঁধারে থেকেও এই জেলার মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা বারবার অবাক করেছে বোদ্ধাদের।বাঁকুড়ার একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে-পিঁপড়ে যেমন বৃষ্টির পূর্বাভাস আগেই পায়, বাঁকুড়ার মানুষও তেমনি রাজনীতির হাওয়া বুঝে নেন আগেভাগেই। গত কয়েক দশকের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এখানকার মানুষ কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের অন্ধ অনুসারী নয়, ২০০৬ সালে বামফ্রন্টের একচেটিয়া দাপট থেকে ২০১১ সালের পালাবদল, কিংবা সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে ১২টি আসনেই গেরুয়া শিবিরের জয়জয়কার-এই পরিবর্তন কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। এর আগের বিধানসভা নির্বাচনেও এই সচেতনতা লক্ষ্য করা যায় বৈকি! রানিবাঁধ, রাইপুর, তালডাংরা ও বড়জোড়া ছাড়া বাকি আটটি বিধানসভায় বিজেপি জয়ী হয়েছিল। দুর্নীতি, অন্যায় ও অনুন্নয়নের বাতাবরণ সরিয়ে মানুষ নতুন কোনও আশার আলো দেখতে নির্দ্বিধায় রায় দিয়েছে। নেতা-মন্ত্রীদের প্রতিশ্রুতিতে তারা সাময়িক বিশ্বাস রাখে ঠিকই, কিন্তু তাদের ব্যর্থতা প্রমাণিত হলে সেই সরকারকে উপড়ে ফেলতে বা ক্ষমতায় বদল আনতে বাঁকুড়াবাসী দ্বিধাবোধ করে না। এই সচেতনতাই বাঁকুড়ার আসল শক্তি।বর্তমানে জেলার ঝুলিতে এসেছে দুটো মন্ত্রীত্ব । রানিবাঁধের বিধায়ক ক্ষুদিরাম টুডু পূর্ণমন্ত্রী এবং সোনামুখীর বিধায়ক দিবাকর ঘরামী প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন। প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ছোঁয়াও স্পষ্ট। বালির দাম নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য পরিষেবায় নজরদারি থেকে অন্নপূর্ণা যোজনার মতো সরকারি প্রকল্পের সুফল সাধারণ মহিলাদের কাছে পৌঁছানো শুরু হয়েছে। সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াতের মতো সুবিধাও জনমানসে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।তবে মনে রাখতে হবে, কেবল সরকারি ঘোষণাপত্র বা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বাস্তবায়নই যথেষ্ট নয়, বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-ঝাড়গ্রামের মতো প্রান্তিক জেলাগুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থা ভিন্ন। এখানকার মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে দরকার স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে উপযুক্ত পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন।বাঁকুড়ার নতুন মন্ত্রী ও বিধায়কদের কাছে এখন চ্যালেঞ্জ অনেক। তাঁরা এই জেলার সন্তান, এখানকার নাড়ি-নক্ষত্র তাঁরা ভাল বোঝেন। তাই কেবল দলের নির্বাচনী ঘোষণাপত্র বা কেন্দ্রীয় নীতি অনুসরণই নয়, বরং তার বাইরে গিয়েও প্রান্তিক এই জেলাগুলোর জন্য বিশেষ কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি এবং স্থানীয় সংস্কৃতির বিকাশে ভৌগোলিক পরিবেশ, জনগোষ্ঠীর সামূহিক পরিচয় ও প্রাচীন ইতিহাসকে মাথায় রেখেই নীতি নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়।আগামী পাঁচ বছর কেবল ক্ষমতার মেয়াদ নয়, বরং এই সময়ের কর্মধারার মধ্য দিয়েই রচিত হতে পারে বাঁকুড়ার এক স্বর্ণালী ইতিহাস। এই জেলাগুলির মানুষ সততা নিয়ে বাঁচে, সরলতা নিয়ে ঘর করে। এখন সময় জনপ্রতিনিধিদের সেই আস্থার মর্যাদা রাখার। বাঁকুড়ার মানুষ কোনও অসাধ্য সাধনের স্বপ্ন দেখে না, তারা শুধু একটি স্বচ্ছ, শান্ত ও উন্নয়নমুখী সমাজ চায়। সেই প্রত্যাশা পূরণের পথেই বাঁকুড়ার ভবিষ্যৎ নিহিত।

প্রশাসনিক বৈঠকে উন্নয়নে জোর

নিজস্ব সংবাদদাতা
খাতড়া

জেলার পাশাপাশি খাতড়া মহকুমা শাসকের সভাকক্ষে তালডাংরা,রাইপুর ও রানিবাঁধ এই তিন বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে একটি প্রশাসনিক বৈঠক হল। সম্প্রতি, খাতড়া মহকুমা শাসকের দফতরে আয়োজিত ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন খাতড়ার মহকুমা শাসক তাপস ভট্টাচার্য, রাইপুরের বিধায়ক ক্ষেত্রমোহন হাঁসদা, তালডাংরার বিধায়ক সৌভিক পাত্র, রানিবাঁধের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু প্রমুখ। পাশাপাশি বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক থেকে মহকুমা এলাকার বিভিন্ন ব্লকের বিডিওরাও উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে মূলত এলাকার রাস্তাঘাট, পানীয় জল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তালডাংরার বিধায়ক সৌভিক পাত্র, কোটি কোটি টাকা খরচে বাঁকুড়া-ঝাড়গ্রাম ৯ নং রাজ্য সড়ক নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তদন্তের দাবি তুলেন। পাশাপাশি এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল ও রাস্তাঘাটের উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হয়। পূর্বতন সরকারের সময় শুরু হওয়া যেসব কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি, সেগুলির অগ্রগতি নিয়েও পর্যালোচনা হয়। ভবিষ্যতে আরও কী কী উন্নয়নমূলক কাজ করা যায়, তা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়।রাইপুরের বিধায়ক ক্ষেত্রমোহন হাঁসদা বলেন, মহকুমাস্তরে সমস্ত দফতরের আধিকারিক ও বাস্তুকারদের নিয়ে এটি প্রথম প্রশাসনিক বৈঠক। এলাকার পানীয় জল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন কীভাবে আরও ভাল করা যায়, সেই বিষয়গুলিকেই বৈঠকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। অন্যদিকে রানিবাঁধের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু বলেন, খাতড়া মহকুমা শহরে পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। সেই সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আগামী জুন মাসের মধ্যেই বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। পাশাপাশি এদিন দুর্নীতির বিষয়েও কড়া বার্তা দেন। তিনি বলেন, এলাকার যেসব দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, সেই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে তদন্ত করা হবে।



রানিবাঁধ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শনে
স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু।

টিকিটের চিন্তা শেষ! সরকারি বাসে সম্মানের 'ফ্রি রাইড' পাবেন মহিলারা

১ম পাতার পর ...

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত বলেন, রাজ্যে তিনটি সরকারি পরিবহন সংস্থা রয়েছে। সরকারী ঘোষণা মতো যে কোনও রুটে এবার ওই তিন পরিবহন সংস্থার বাসে রাজ্যের মহিলারা বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন। সমাজের পক্ষে এই কার্যক্রম যথেষ্ট প্রশংসনীয় বলেও তিনি জানান।

পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে শুধু মহিলাদের যাতায়াতের পথ সুগম হবে না, একদিকে তাঁদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে, অন্যদিকে সুরক্ষার বিষয়টিও যথেষ্ট প্রাধান্য পাবে বলে তিনি জানান।

টিকিটের চিন্তা ছাড়া এবার গন্তব্যে ছুটবে নারী শক্তি। সরকারি বাসে 'ফ্রি রাইড' শুধু যাতায়াত নয়, এ যেন রাজ্যের মহিলাদের সম্মানের নতুন ঠিকানা।

বজ্রপাতের ঘটনায় মৃত্যু হল দুই বধূর

নিজস্ব সংবাদদাতা

শালতোড়া

বজ্রপাতের ঘটনায় মৃত্যু হল দুই বধূর। পুলিশ জানায় মৃতদের নাম ঝুমা মাজি (৩০) ও চন্দনা মাজি (৪০)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি এক বিকেলে শালতোড়ার পাটদোহা গ্রামের ঘটনা।ওই দুই বধূ বাড়ি লাগোয়া পুকুরে গেলে সেখানেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। স্থানীয় ও পরিবারের লোকজন আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুইজনকেই মৃত বলে জানান। পুলিশ হাসপাতাল থেকে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া মেডিক্যালে পাঠায়। পুলিশ জানায়, পড়শি ওই দুই বধূ পুকুরে স্নান করতে গেলে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শালতোড়া থানার পুলিশ।



দলের সাধারণ সম্পাদক, সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলা'র অভিযোগ তুলে জেলায় একমাত্র বড়জোড়ায় প্রতিবাদ মিছিল তৃণমূলের।



বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শনে জেলাশাসক ও বাঁকুড়ার বিধায়ক।

কৃষক পরিবারের সন্তান দিবাকর এবার মন্ত্রী!

১ম পাতার পর ...

পড়াশোনা, বাড়ির কাজ সেরে খেলাধুলোতেও সমানভাবে অংশ নিয়েছে। এলাকায় যখন বিজেপির পতাকা ধরার কেউ ছিল না, তখন থেকেই সে ওই দলের হয়ে কাজ করে গিয়েছে। দীর্ঘ পরিশ্রমের ফল মেলায় বাবা-মা হিসেবে তাঁরা গর্বিত বলে জানিয়েছেন।

লাঙলের হাতল ছেড়ে এবার মন্ত্রীর কলম ধরলেন দিবাকর ঘরামী। কৃষকের ঘর থেকে মন্ত্রিত্বের কূর্সি, দীর্ঘ এই যাত্রাপথটা মোটেই সহজ ছিল না। তবে এবার দেখার, সোনামুখীর মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা কতটা পূরণ করতে পারেন তাঁদের ঘরের ছেলে মন্ত্রী দিবাকর ঘরামী।

সিপিএমের কর্মীসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা

ইন্দপুর

সিপিএমের কর্মীসভা হল ইন্দপুরের ভেদুয়াশোল হাই স্কুলে। শনিবার ওই কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য অজিত পতি, বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক দেবলীনা হেমব্রম, ইন্দপুর এরিয়া কমিটির সম্পাদক দেবদাস পাত্র প্রমুখ। দেবদাস জানান, আগামী দিনের কর্মসূচি নিয়ে সভায় আলোচনা হয়েছে।

সংবর্ধনা সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা

সিমলাপাল

দক্ষিণবঙ্গ উৎকল ব্রাহ্মণ কল্যাণ সমিতি, সিমলাপাল ব্লক শাখার পক্ষ থেকে তালড্যাংরার বিধায়ক সৌভিক পাত্রকে সংবর্ধনা দেওয়া হল। সম্প্রতি সিমলাপাল মদন মোহন হাই স্কুলে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে সিমলাপাল ব্লকের বহু উৎকল সম্প্রদায়ের মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন। সিমলাপাল, লক্ষ্মীসাগর, বিক্রমপুর, দুবরাজপুর, মণ্ডলগ্রাম, মাচাতোড়া ও পার্শ্বলা এই সাতটি পঞ্চায়েতের সংগঠনের পক্ষ থেকে আলাদা আলাদা ভাবে ফুল ও মালা দিয়ে নবনির্বাচিত বিধায়ককে বরণ করা হয়। সংবর্ধনা ও মানপত্র পাঠ করে তা প্রদান করেন সিমলাপাল ব্লক শাখার সভাপতি তুষারকান্তি ষন্নিগ্রহী। বিধায়ক সৌভিক পাত্র তাঁর বক্তব্যে মা ও বোনেরা এবং যুব সম্প্রদায় যাতে সমাজ গঠনের কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেন সে জন্য অনুরোধ জানান। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের বহু পদাধিকারী।

প্রশাসনিক বৈঠকে এলাকার দুই বিধায়ক

নিজস্ব সংবাদদাতা

ইন্দপুর

প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন এলাকার দুই বিধায়ক। সম্প্রতি ইন্দপুর ব্লকে, ব্লক প্রশাসনের কর্তাদের সাথে বৈঠকে বসেন ছাতনার বিধায়ক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও তালডাংরার বিধায়ক সৌভিক পাত্র। বৈঠক শেষে ইন্দপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শনে যান সত্যনারায়ণ। সেখানে উপস্থিত চিকিৎসক, নার্সদের সাথে কথা বলে তাঁদের সুবিধা অসুবিধার খোঁজ নেন।



সত্যনারায়ণ জানান, ব্লক প্রশাসনের কর্তাদের সাথে এলাকার বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে বৈঠক শেষে হাসপাতালে কী কী সমস্যা বা দাবি রয়েছে সেগুলো দেখা হয়েছে, খোঁজ নেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে দাবি পূরণ থেকে এলাকায় উন্নয়নের কাজ হবে।

খুনের অভিযোগে ধৃত পড়শি

নিজস্ব সংবাদদাতা

বারিকুল

রাস্তার কলে জল নিতে গিয়ে বৃদ্ধার মৃত্যুতে উঠল খুনের অভিযোগ। বারিকুলের লেদাশোল গ্রামের ঘটনা। পুলিশ জানায়, মৃতার নাম সুমিত্রা কিস্কু (৭০)। বৃদ্ধার ছেলে ভৈরব কিস্কুর অভিযোগের ভিত্তিতে এক জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে ওই বৃদ্ধা রাস্তার কলে জল নিতে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, সেই সময়েই স্থানীয় লাগুই হেমব্রমের সঙ্গে বচসায় জড়ান সুমিত্রা। বচসার মাঝে সুমিত্রার মাথায় গাছের ডাল দিয়ে আঘাত করেন লাগুই। গুরুতর জখম অবস্থায় বৃদ্ধাকে রাইপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত বলে জানান। হাসপাতাল থেকে দেহ উদ্ধার করে ময়না-তদন্তের জন্য বাঁকুড়া মেডিক্যালে পাঠায় পুলিশ। মৃতার ছেলের অভিযোগ পেয়ে এ দিন দুপুরেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। খাতড়া মহকুমা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, তদন্ত শুরু হয়েছে।

সোমবার ধৃতকে খাতড়া আদালতে তোলা হলে ১৫ দিন জেল হেফাজতের নির্দেশ হয়েছে।

ট্রাক্টর আটক

নিজস্ব সংবাদদাতা
তালডাংরা

বেআইনিভাবে মোরাম পাচারের অভিযোগে একটি মাটি কাটার যন্ত্র ও একটি ট্রাক্টর আটক করে তালডাংরা ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, সোমবার হাড়মাসড়া সংলগ্ন পলাশডাঙা থেকে ওই যন্ত্র ও ট্রাক্টরটি দফতরের আধিকারিকেরা আটক করেন বলে জানা যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে , হাড়মাসড়ার পলাশডাঙা এলাকা থেকে দিনে দুপুরে বেআইনি মোরাম পাচারের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। তবে বর্তমানে রাজ্যে পালা বদলের পরই নড়ে চড়ে বসে ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর। এদিন অতর্কিতে ওই মোরাম খাদানে হানা দিয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকেরা মাটি কাটার যন্ত্র -সহ পরিবহনের কাজে যুক্ত ট্রাক্টরটি আটক করে। তালডাংরা ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের এক আধিকারিক বলেন, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে একটি জেসিবি ও একটি মোরাম বোঝাই ট্রাক্টর আটক করা হয়। পরে সরকারি নিয়মানুযায়ী নির্দিষ্ট অঙ্কের জরিমানা আদায় করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ফর্ম পূরণে সহায়তা

ইন্দাস : রাজ্যের বিজেপি সরকারের অন্যতম প্রকল্প 'অন্নপূর্ণা যোজনা'য় মহিলাদের নাম নথিভুক্ত করতে এবার সরাসরি মাঠে নামলেন প্রশাসনিক আধিকারিক থেকে জনপ্রতিনিধিরা। রবিবার ইন্দাস এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মহিলাদের অন্নপূর্ণা প্রকল্পের ফর্ম নিজে হাতে পূরণ করে দিলেন ইন্দাসের বিধায়ক নির্মল কুমার ধারা ও বিডিও জুপিটার বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান মহানন্দ বাগদি -সহ অন্যান্যরা।
ওইদিন সকাল থেকেই ইন্দাস-১ পঞ্চায়েত কার্যালয়ে লাইনে দাঁড়ানো মহিলাদের ফর্ম পূরণে সহায়তা করেন বিধায়ক ও বিডিও নিজেই। কাগজপত্র খতিয়ে দেখা, ফর্মে সই করানো থেকে শুরু করে আবেদন জমা নেওয়া পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ায় অংশ নেন তাঁরা।

কিশোরীদের টিকাকরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা
বাঁকুড়া

বিগত সরকারের বাধাতেই এরাজ্যে ১৪ বছর বয়সী কিশোরীদের জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধক টিকা প্রকল্প চালু করা যায়নি- বিস্ফোরক দাবি করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার। শনিবার বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ওই প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তিনি ওই বক্তব্যের পাশাপাশি আরও বলেন, রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার মাত্র এক মাসের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হল। এবার এই প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবেই চলবে বলে তিনি জানান।
উপস্থিত সিএমওএইচ ডাঃ শ্যামল সরেন বলেন, এই কর্মসূচি একযোগে বাঁকুড়া স্বাস্থ্য জেলার ছ'টি হাসপাতাল থেকে শুরু হয়েছে। বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল মেডিক্যাল কলেজ ছাড়াও ছাতনা, ওন্দা, বড়জোড়া সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল ও খাতড়া মহকুমা হাসপাতালেও শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর স্বাস্থ্য জেলায় যথাক্রমে ১৭ ও ১৩ হাজার টিকাকরণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

পথ নিরাপত্তায় জোর

ইন্দাস : পথ নিরাপত্তা ও অপরাধ দমনে তৎপর বাঁকুড়া জেলা পুলিশ। ইন্দাস ও আকুই ফাঁড়ির যৌথ উদ্যোগে চলল দুই চাকা ও চারচাকা গাড়ির নাকা চেকিং। সম্প্রতি ইন্দাস থানা এলাকার আকুই ফাঁড়ি মোড় -সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে চলে এই বিশেষ অভিযান। হেলমেট ছাড়া বাইক, গাড়ির কাগজপত্র, লাইসেন্স খতিয়ে দেখেন পুলিশ কর্মীরা। বিনা নম্বরের গাড়ি ও সন্দেহজনক গতিবিধির উপরও পুলিশের তরফে নজর রাখা হয়।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী দিনেও এই ধরনের যৌথ নাকা চেকিং চলবে। হেলমেট ও সিটবেল্ট ব্যবহার এবং বৈধ কাগজপত্র সঙ্গে রাখার জন্য চালকদের পুলিশের তরফে অনুরোধ করা হয়েছে।

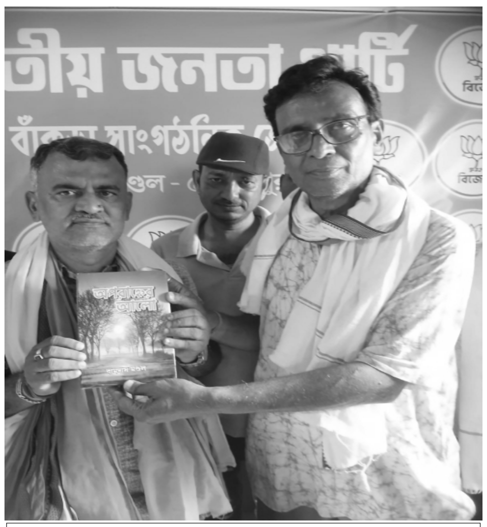
সাহিত্য ও সংস্কৃতি

বাঁকুড়া শিল্পকলা উৎসব

পঞ্চম বর্ষের শিল্পকলা উৎসব হয়ে গেল বাঁকুড়ায়। বাঁকুড়া শহরের মাচানতলার কাছে এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হলে চার দিন ধরে চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনীমূলক এই অনুষ্ঠানটি হয়।



উদ্যোক্তারা জানান, এ বারের প্রদর্শনীতে মোট ৩৩ জন শিল্পী যোগ দিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রখ্যাত টেরাকোটা ভাস্কর রামকুমার মান্না। ম্যান্ডোলিনের সুরে অনুষ্ঠানের সূচনা সঙ্গীত পরিবেশন করেন ৯৮ বছরের শিল্পী বাসুদেব চন্দ্র। ছিলেন শিল্পী সবিতা নাগ, বিশ্বরূপ দত্ত, গবেষক ও প্রাবন্ধিক গৌতম দে প্রমুখ। বাসুদেব বলেন, "আমরা চাই বাঁকুড়া শহরে একটি প্রদর্শনী হল তৈরি হোক। প্রশাসনের কাছে দীর্ঘ দিন ধরে এই দাবি জানানো হচ্ছে। কিন্তু ফল পাইনি।" আর এক শিল্পী বিশ্বরূপ দত্তের কথায়, "পাঁচ বছর ধরে এখানে শিল্প প্রদর্শনী হওয়ায় জেলার শিল্পীদের কাজের মান অনেক উন্নত হয়েছে। তাঁদের কাজের নিজস্ব ধারা তৈরিতে এই প্রদর্শনী সহায়ক হয়ে উঠছে।" বাঁকুড়া শহর ছাড়া বিষ্ণুপুর, পাঁচমুড়া, ছাতনা পড়শি জেলাগুলি থেকেও শিল্পপ্রেমীরা এসেছিলেন।



প্রকাশিত হয়েছে কবি রামদাস মন্ডলের কাব্যগ্রন্থ "অপরাহ্নের আলো"। ওই কাব্যগ্রন্থ, সম্প্রতি ছাতনার বিধায়ক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেন তিনি।

Printed, Published and Owned by Suvendu Tantubay from Hirasole,Indpur,Bankura (W.B) - 722136 and Printed at Ganachetana Press 498/4/1, Sikharia Para, Natubabur Lane, Bankura (W.B)722101.EDITOR- SUVENDU TANTUBAY Mobile 9635772972,Chief Editor: Soumen Rakshit (Unpaid)